দৈনিক খবর
30

তারিখ ... 18 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 6

6/

ইসলামী ভার্সিটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে দিনরাত কাজ করার নির্দেশ

কুষ্টিয়া, ১৬ই মে (তথ্য বিবরণী)।– প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ আজ কুষ্টিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসন ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ও দাপ্তরিক পরিসরের সাময়িক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

এসব নির্দেশের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস আগামী তিন দিনের মধ্যে কুষ্টিয়া স্টেডিয়াম থেকে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয় স্থানান্তরিত হবে। স্টেডিয়ামের পূর্বের পরিসরে আপাততঃ কয়েকজন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা হবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসিক অসুবিধা দূর করতে তাঁর আহবানে মহিলা কলেজ ৪টি, মোহিনী মিলস রেস্ট হাউস ৬টি, গঙ্গা-কপোতাক্ষ রেস্ট হাউস ৪টি, সড়ক ও জনপথ রেস্ট হাউস ৩টি, গণপূর্ত বিভাগের রেস্ট হাউস ২টি, পাবলিক হেলথ রেস্ট হাউস ২টি ও প্রেসক্লাব ২টি কক্ষ সাময়িকভাবে ছেড়ে দিয়েছে।

এছাড়া গণপূর্ত বিভাগ তাদের নবনির্মিত ২৮টি আবাসিক ইউনিট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আহসান হাবীব লিংকন ইতিমধ্যেই তার বাসভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সংসদ সদস্য বদরুদ্দোজা গামা তাঁর বাসভবন ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব কোরবান আলী একটি ভাড়া করা বাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহারের জন্য দিচ্ছেন।

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল একটি পরিবার ও পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪ জন ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা করছে। বটতলীর জনৈক এনামুল হক দিচ্ছেন চারজন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা। উপাচার্যের আবাসিক ব্যবস্থা জেলা পরিষদ ডাকবাংলোয় হওয়ায় তাঁর বর্তমান বাসভবনে কয়েকজন শিক্ষকের আবাসিক ব্যবস্থা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দু'টি বাসও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাস দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাবে। রাষ্ট্রপতি এরশাদের নির্দেশেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের ক্ষুদ্র সমস্যার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বলেন, আগামী ৩০শে জুন-এর মধ্যে কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ৩১শে জুলাই ও ৩১শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হলে ৮৭০ জন ছাত্র ও শিক্ষকের আবাসিক সমস্যা থাকবে না। তিনি গণপূর্ত বিভাগকে দিবারাত্রি তিন শিফটে কাজ চালিয়ে নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দেন।

পূর্তমন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সংসদে বিরোধীদলের চীফ হুইপ নূর আলম জিকু ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আহসান হাবীব লিংকন সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ক্লাস উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, সবার জন্য শিক্ষা সনাতনী পথে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ জন্যে চাই ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ। তিনি বলেন, প্রচন্ড উল্লম্ফনের মাধ্যমে আমাদের পশ্চাৎবর্তিতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ বিধানে সহায়তার মাধ্যমে সত্যিকার 'মানুষ' গড়ে তোলা। আমাদের ভেবে দেখতে হবে সেই শিক্ষা আমরা দিতে বা গ্রহণ করতে পারছি কি-না।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মৌলিক উপাদান শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের কল্যাণে রাষ্ট্রপতি এরশাদ একের পর এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ বেশী। ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ যেখানে ছিল ৩০০ কোটিরও কম, চলমান অর্থবছরে সেখানে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ১৩২৮ কোটি টাকা।

দেশের অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাঠদান করা হবে। পার্থক্য শুধু এই, এখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা হবে।

তিনি বলেন, এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জাতি দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করছিল। তবে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ না থাকলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবযাত্রা সূচিত হতো না।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রচন্ড অনুরাগের জন্যই গত ১৭ বছরে যা সম্ভব হয়নি, সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়ার মাধ্যমে জাতি তাই পেতে চলেছে। তিনি বলেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে সনাতনী পথে অগ্রসর হলে চলবে না। ব্যতিক্রমী চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রচন্ড উল্লম্ফনের মাধ্যমে আমাদের পশ্চাৎবর্তিতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানের পাদপীঠ হিসেবে দেখতে চায়, সন্ত্রাসী তৎপরতা আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অঙ্গন হিসেবে নয়। তিনি বলেন, আমাদের সজাগ হতে হবে, দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির চোরাবালিতে আমাদের সন্তানদের যেন আর ধ্বংস হতে না হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ৩১শে আগস্টের মধ্যে তিন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের বাসস্থান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস চালানোর জন্য সাময়িক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পূর্তমন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, সকলের সহযোগিতা, মিলিত শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে জাতিকে শিক্ষার পথে এগিয়ে নিতে হবে। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনসমূহের কাজ শেষ করতে তিনি গণপূর্ত বিভাগকে নির্দেশ দেন।

সভাপতির ভাষণে উপাচার্য মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ইসলামের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে একদিকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটবে অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হবে।

জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আহসান হাবীব লিংকন এম পি'ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংসদে বিরোধীদলের চীফ হুইপ নূর আলম জিকু, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব কোরবান আলী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য বদরুদ্দোজা গামা ও গোপালগঞ্জের জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এইচ খান মঞ্জু, যশোর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুল কাদের ও খুলনার বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী পরে স্থানীয় প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে তাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

তিনি বলেন, শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ক্লাস করার পরিসরের অভাব হবে না বা আবাসিক সমস্যা হবে না।

তিনি কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের ডাকবাংলো পরিদর্শন করেন। তিন দিনের মধ্যে এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও উপাচার্যের ভবন স্থানান্তরিত হবে।

বিকেলে ঢাকা ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলসহ বিভিন্ন ভবনের নির্মাণ কাজ ঘুরে দেখেন। তিনি নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরকম শৈথিল্য বরদাশত করা হবে না। অন্যান্যের মধ্যে পূর্তমন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দার প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছিলেন।